অষ্টগ্রহের ভয়ে

ভজোবাবুর কাণ্ড

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

ও প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীবিমলকুমার দাশ

৩৪নং ইলিয়াট রোড—কলিকাতা-১৬

(ধর্মতলা হইতে পার্ক সার্কাসগামী-ট্রামে ইলিয়াট রোডে আসা যায়)

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চন্দ্র

১২নং অপার সারকুলার রোড

(বৈঠকখানা বাজার)

মূল্য :—৮নয়া পয়সা মাত্র।

ভজোবাবুর কাণ্ড

অষ্টগ্রহ সমাবেশ হবে বার্তা যবে রটে,
গুজব যখন ছড়ায় ভীষণ ডরিয়ে লোকে ওঠে।
আসিবে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বার্ত্যা, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প,
প্রলয়কাণ্ড দেখে মানবের হবে রে হৃদ্‌কম্প।
বিপদাশঙ্কা হতে উদ্ধার তরে ভারতের নরনারী,
ঈশ্বরকে ডাকে কাতরে কত হোম যাজ্ঞযজ্ঞ করি।
সর্বনাশা বার্তা শুনে সহর নগর ছাড়ি,
আতঙ্কে কত লোক ছুটে চলে যায় বাড়ী।
রান্নার ঠাকুর গোপনে পালায় উড়িষ্যায় যায় উড়ে,
ঝি চাকরও পগারপার গিন্নিদের মুণ্ডু যায় ঘুরে।
দালান কোটা ভয়ে কেহ ছাড়ে যদি ছাদটি কাটে,
গৃহ ছেড়ে কত লোক কাটায় গড়ের মাঠে।
ধরা হ'তে ছাড়া নাকি শুনেছি বারানসী,
প্রাণভয়ে কত লোক দাঁড়ায় সেখানে আসি'।
কত বিদেশী স্বদেশে যায় এরোপ্লেনে উঠে,
কাছা খুলে কত মুসলমান মক্কায় যায় ছুটে।

কত কেতাদুরস্ত বাঙ্গালী সাহেব নাস্তিক শিরোমণি,
মুখে বল্‌ছে গুল্‌পট্টি ওসব—বুক ধুক্ ধুক্ করছে জানি।
অষ্টগ্রহের কোপ হ'তে রক্ষা পেতে তাই,
বাড়ীতে কেহ নিয়ে গেছে হোম যজ্ঞের ছাই।
অর্দ্ধ ছটাক ছাই বিক্রী হয়েছে পঞ্চাশ টাকা,
রক্ষা কবচও কত লোকে ধারণ করেছে যায় দেখা।
অষ্টগ্রহের মাদুলি কত ফেরিওয়ালায় করে ফেরি,
গোপনে কিনে কত নাস্তিক কোমরে রাখে পরি'।
মকররাশিতে অষ্টগ্রহের মিলন ক্রিয়া ভয়ঙ্কর,
ভারতের রাশি মকর তাই ভারতবাসি ভীত অতঃপর।
মহাপ্রলয় হ'বে এবার জ্যোতিষিরা করে ভবিষ্যদ্বাণী,
ওলোট-পালোট হয়ে যাবে সারা দুনিয়া খানি।
নানা মুনীর নানা মতে সেকি গুজব রটে,
রটে যাহা সত্য তাহার কিছুটা তো বটে!
অষ্টগ্রহের কথা নিয়ে সারা ভারতে তাই,
সেকি বিরাট আলোড়ন চলে গবেষণার অন্ত নাই।
তাই না শুনে ভজোবাবু মতলব ভেজে এক,
নিত্য খায় ভালমন্দ খালি করে ট্যাঁক।
নিজে খায় আর লোককে বলে শোন ভারতবাসি,
ভেবে চিন্তে কি হবে ছাই খেয়ে পরে নাও হাসি।
সবার যখন একই দশা হা-হুতাস করা মিছে,
একসঙ্গে মরি যদি কেহ থাকবে না কাঁদতে পিছে।

মরেই যদি গেলাম সবে ধনদৌলত কি হবে ছাই,
বিক্রমপুর দিয়ে খেয়ে পরে নাও ভাল ভাল চিজ্ ভাই।
সকালে খাও দই কামিনির চিঁড়ে কলা মর্ত্তমান,
সুগন্ধে মন হবে মাতোয়ারা আনন্দে নাচিবে প্রাণ।
দুপুরে খাবে ঘৃত, শুক্তো, ভাজা কলায়ের ডাল,
কপির সঙ্গে যশুরে কই—ইলিশ মাছের ঝাল।
বৈকালে খাবে চপ্, কাট্‌লেট, মোগলাই পরটা, মটনকারি,
রামপাখীর রোষ্টটা নাকি খেতে মুখরোচক ভারি।
রাত্রিতে খাবে ঢাকাই পরটা, কষা মাংসের সঙ্গে,
গব্যঘৃতের ফুল্‌কো লুচি সুন্দর চিজ্ বঙ্গে।
দারুর শীতে খাও যদি পোলাওএর সঙ্গে ছ্যাঁচড়া,
আকণ্ঠ ভোজনেও পেট দেবে নাকো মোচড়া।
আরো কত খাদ্য আছে নিত্য নূতন খাবে,
খেজুরগুড়ের পিঠে পায়সে আরাম কত পাবে।
জয়নগরের মোয়া সুন্দর কৃষ্ণনগরের সরভাজা,
বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, খাজা।
বনগাঁর কাঁচাগোল্লা, রাণাঘাটের লেডিকেনি,
টাকীর ভাদ্‌লী সুন্দর অতি খাবে সবে কিনি।
বাগবাজারের রসোগোল্লা, ভীমনাগের সন্দেশ,
দ্বারিকের চিনি-দধি সরেস নাকি বেশ।
কে, সি দাশের রসোমালাই পঞ্চ রসোগোল্লা সুন্দরে,
পেটভর্ত্তি খেয়ে নাও ভাই যে যত পারো।

(৫)

আরো কত মেঠাই আছে নয়া নয়া নাম,
মেঠাইয়ের জয়ঢাক এখন বাজায় গাঙ্গুরাম।
কি হবে ছাই ধন দৌলত বিষয়-বৈভব,
মুদ্‌লে আঁখি পড়ে রবে টাকা পয়সা সব।
সাইকেল, মোটর, জুড়ি কিবা লাগ্‌বে কাজে তবে,
দালান কোটা বেচে খাও—ইট্ পাঠকেল সবে।
ধার্য্যদিন পার হয়ে যায়, নাহি ঘটে প্রলয়,
জ্যোতিষবাক্য 'গুলপট্টি' একি কাণ্ড হয়?
তাদের কথা শুনে ভজো করেছে কত ভুল।
বিষয়-সম্পত্তি বেচে খেয়ে—ছেঁড়ে মাথার চুল।
রাগিয়া কাঁই হয়ে ভজো কীল উঁচিয়ে বলে,
মারবো গিয়ে এক ঘুষি জ্যোতিষীর বগলে।
ভবিষ্যদ্বাণী করে মোদের করেছ রুঢ় ঠাট্টা,
টাক তোমার ফাটিয়ে দেব মারি এক গাঁট্টা।
কাছা খুলে জ্যোতিষী পালায় প্রাণ ভয়ে,
টিকি ধরি ভজো বলে এবার পাঠাব যমালয়ে।
ত্রাহি' ত্রাহি' রবে জ্যোতিষি বলে এবার বাঁচাও প্রাণ,
এমন ভবিষ্যদ্বাণী করবো না আর মোড়া দিলাম নাক কান।

—: o :—

স্পর্দ্ধার শিখরে

মানুষের আশা গননভেদী—স্পর্দ্ধার সীমা নাই,
রকেটে উঠে মুহূর্তে ভূ-মণ্ডল ঘুরে আস্‌ছে তাই।
ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই পৃথিবী পরিক্রমা করি',
বীরগর্বে এলো 'গাগরিণ' ধরায় হাসিমুখে ফিরি।
চাঁদের দেশে যাবে বলে প্রস্তুতি তার চলে,
কল্প-লোকে স্বপ্ন দেখে বিজ্ঞান শক্তি বলে।
মানুষের আশা গ্রহান্তরে যাবে কত যে তার সাধ,
বামনও শুনি চেয়েছিল ধর্‌তে একদিন চাঁদ।
অতি আশার নেশায় শেষে ঘটবে পরমাদ,
মাকড়সা জাল বুনি' বানায় নিজের মৃত্যুফাঁদ।
রাবণ রাজা হার মেনেছিল স্বর্গের সিড়ি দিতে,
রাশীয়ানদের তৈরী সিঁড়ি আস্‌ছে তোমায় নিতে।
আমেরিকাও বলছে গর্বে শোন বিশ্ববাসী!
চন্দ্রালোক জয় করি' মোরা প্রথমে বাজাবো বাঁশী।
দুই মহাশক্তির লড়াই চলেছে দ্বন্দ্ব ভয়ঙ্কর,
রাঙ্গিয়ে আঁখি দেখাচ্ছে শক্তি পরস্পর।
রাশিয়া যেদিন ফাটালো বোমা পঞ্চাশ মেগাটন,
মানমন্দির উঠিল কাঁপিয়া হয় যেন ভূকম্পন।

বিশ্ববাসী প্রতিবাদে বলে ক্রুশ্চেফ তোমার একি কুমতি
অহঙ্কারী ক্রুশ্চেফ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে, এই মোর সহাবস্থান নীতি।
বেনেডিও গর্জ্জিয়া বলে, জেনে রাখ ক্রুশ্চেফ দুঃশাসন,
আমার "এন্ বোম" ফাট্‌বে যখন কাঁপ্‌বে ত্রিভুবন।
তার নিউট্রন-কণিকা-রশ্মিতে কারো রবেনা ধড়ে প্রাণ,
মৃত হয়ে সব বসে রবে যে যেখানে করবে অবস্থান।
গাছপালা গৃহ আসবাবপত্রের হবেনা বটে ক্ষয়,
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মানব জীব-জন্তু বিশ্ব-সংসার নয়।
সমরাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একি কাণ্ড ঘটে হায়,
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগ্‌ড়ার প্রাণ যায়।
দুই দলের প্রভাবে রয় রাজ্য শত শত,
নিরপেক্ষ রয় আবার শান্তিবাদি দেশ কত।
বিশ্বের শান্তিকামী মানব যারা প্রতিবাদে কয়,
রেষারেষী তোমাদের বন্ধ না হ'লে বিশ্ব হবে লয়।
মাঝে মাঝে নিরস্ত্র হওয়ার জন্য বল মিঠে মিঠে বুলি,
আবার গোপনে সমরাস্ত্র তৈরী করি বোঝাই কর ঝুলি।
যুদ্ধসজ্জা তোমরা বাড়িয়ে চলেছ আনবিক শক্তি বলে,
পরীক্ষায় তার ফাটাচ্ছো বোমা পাহাড় পর্বত সাগর জলে।
আকাশ মার্গেও ফাটাচ্ছো কত এরোপ্লেনে উঠি
গগনে গগনে বিষাক্ত ভস্মরাশি তার করছে ছুটাছুটি।
বাতাস ভরে সেই ভস্মরাশি যেদেশে ছুটে যাবে,
খাদ্যদ্রব্যে মিশে তাহা বিষক্রিয়া হবে।

সেই খাদ্য খেয়ে মানবের কত যে হবে রোগ,
পশু পক্ষীও বাদ যাবে না কপালে দুর্ভোগ।
জলেতে পড়্‌লে ভস্ম মাছের মড়ক হবে,
গাছেতে পড়লে পরে শুকিয়ে মারা যাবে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পড়েছিল বোমা জাপানে দু'টি ভাই,
নাগাসাকি হিরোসিমা বন্দর গোল্লায় গেল তাই।
হাজার হাজার মানুষ মরিল পশুপক্ষী শত শত,
কত বৃক্ষের পতন হ'ল শুকিয়ে মরিল কত।
কত পোয়াতির পেটের ছেলে পেটেই মারা গেল,
জন্ম গ্রহণ করলো যারা কানা খোঁড়া হাবা বোবা হ'ল।
যেদিন ক্রুশ্চেফ করিল ঘোষণা ফাটাবো পঞ্চাশ মেগাটন,
শক্তি সম্পন্ন অই বোমায় ঘটাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।
ত্রাহি' ত্রাহি' রব উঠিল সেদিন সারা বিশ্ব 'পরে,
'সম্বর-সম্বর' ও পরীক্ষা বলি সবাই চিৎকার ছাড়ে।
আগুন নিয়ে কি খেলা চলেছে রেষারেষী ভয়ঙ্কর,
আনবিক শক্তি করিবে লয় পৃথিবী অতঃপর।

—ঃ০ঃ—

বর্দ্ধন প্রেস কলিকাতা-৬